গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৭৪১

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৪ জুন ২০২৩

বিষয়: **চলমান বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার স্বার্থে এলএসডি/সিএসডি'র সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কিত জরুরি নির্দেশনা**

সূত্র: ০১। চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ২১.১১.২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-৯১৮ নং স্মারক
০২। চলাচল, পরিকল্পনা, রেল ও সড়ক শাখার ০২.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-৫২৭ নং স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বোরো'২০২৩ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৮.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখে দেশের সরকারি গুদামসমূহে ১৮,৩৩,৬৫১ মে.টন খাদ্যশস্যের মজুত রয়েছে। গুদামসমূহের ধারণক্ষমতার কাছাকাছি বর্তমান মজুত হওয়ায় কেন্দ্রিয় পর্যায়ে সূচি জারির মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিভাগের বাহিরে সারানোর কাযক্রম সীমিত হয়ে পড়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এলএসডি/সিএসডিসমূহের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে চলমান সংগ্রহের অবশিষ্ট ৮,১২,৮৯৮ মে. টন সিদ্ধচাল ও ৩,৩২,০৯২ মে.টন ধান ক্রয়ের কার্যক্রম ব্যহত হবে।সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন করতে হলে সারাদেশের এলএসডি ও সিএসডিসমূহে পরিকল্পিত উপায়ে খামাল গঠন করে গুদামের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষণে, ইতোপূর্বে সূত্রস্থ স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

(১) গুদামে চাল ও গমের প্রতিটি খামাল ১৩০-১৩৫ মে.টন এবং ধানের ক্ষেত্রে ৮৫- ৯০ মে.টন করে গঠন করতে হবে; এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে খামালসমূহ পরিচর্যা ও রুটিন মাফিক স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(২) ১ নং নির্দেশনা মোতাবেক ৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার গুদামে ৬ টি এবং ১০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার গুদামে ১২ টি খামাল মজুত নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সারাদেশে সকল প্রকার চলাচলসূচির আওতায় সংগ্রহতব্য খাদ্যশস্য এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রাপক কেন্দ্রেও আবশ্যিকভাবে অনুরূপ সাইজের (১ নং নির্দেশনা মোতাবেক) খামাল গঠন করতে হবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি)/ বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারদের (ডিআরটিসি) মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য চলাচলসূচি প্রণয়ন নীতিমালা-২০০৮ অনুযায়ী খাদ্যশস্য পরিবহণ করে জেলা/বিভাগের এলএসডি/সিএসডির সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) গুদামে একাধিক বিতরণাধীন ভাংগা/ছোট খামাল থাকলে তা পরবর্তীতে বিতরণতব্য খামালে চিহ্নিত/মার্কিং করে রাখতে হবে।

(৬) বাস্তব প্রতিপাদন সম্পাদনের সময় যদি সংগৃহীত ধান বা চালের কোন ছোট খামাল থাকে তবে (১) নং নির্দেশনা বাস্তবায়নের স্বার্থে পিভিআর পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত ধান/চাল দ্বারা খামাল পূর্ণ করতে হবে।

(৭) উক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নিবিড় তদারকি করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উল্লিখিত নির্দেশনার ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

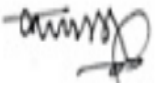

১৪-৬-২০২৩
মোঃ জামাল হোসেন
পরিচালক
ফোন: +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৬
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৪
ইমেইল: dmss@dgfood.gov.bd

প্রাপকঃ
১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ/ রাজশাহী/চট্টগ্রাম/ঢাকা
২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৭৪১/১(৮)

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ১৪ জুন ২০২৩

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪) প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর (পত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৬) ব্যবস্থাপক/এসএন্ডএমও/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)..... .....
৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল)..... .....
৮) অফিস কপি

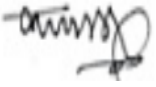

১৪-৬-২০২৩
মোঃ জামাল হোসেন
পরিচালক